ভোরের কাগজ

44

তারিখ ... SEP ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ২ ...

তবু কেন মেয়েদের আলাদা মেধা তালিকা

গত কয়েক বছর ধরেই মাধ্যমিক (এসএসসি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষায় ছেলে পরীক্ষার্থীদের চেয়ে মেয়ে পরীক্ষার্থীদের সাফল্যের হার বেশি। পাসের হারের ক্ষেত্রে যেমন, মেধা তালিকায় মেয়েদের অবস্থানের ব্যাপারেও এই সাফল্য তুলনামূলকভাবে বেশি। চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার তুলনায় সর্বোচ্চ। দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিটিতে এবং বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য প্রতিটি বিভাগেই তাদের সাফল্য ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে। দেশের মোট হিসাবে মেয়েদের পাসের হার ৫ শতাংশ বেশি।

এবছর ঢাকা বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৫০, মেয়েদের ৫৫, কুমিল্লা বোর্ডে ছেলেদের ৪৪, মেয়েদের ৪৭, যশোর বোর্ড ছেলেদের প্রায় ৪১ এবং মেয়েদের ৪৬, রাজশাহী বোর্ড ছেলেদের ৫৯, মেয়েদের প্রায় ৬৭ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ছেলেদের পাসের হার ৬৮ এবং মেয়েদের ৭০ শতাংশে। সারাদেশের মোট হিসাবে ছেলেদের পাসের হার ৫১ দশমিক ৫৪, মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

দেশের মোট জনসংখ্যার হিসাবে নারী–পুরুষ সমান সমান হলেও পরীক্ষার্থীদের হিসাবে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এখনো কম। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫ বোর্ডে মোট ছেলে পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ৪০ হাজার কিন্তু মেয়ে ছিল মাত্র ২ লাখ ৪ হাজার। ছেলেদের মধ্যে ১ লাখ ৭৫ হাজার এবং মেয়েদের মধ্যে ১ লাখ ১৫ হার পাস করেছে।

তবে মেধা তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ছেলেদের চেয়ে মেয়ে পরীক্ষার্থী অনেক কম হলেও বিভিন্ন বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকাগুলোতে ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এ বছর ৫ বোর্ডের তিন বিভাগে মোট ১৫ টি সম্মিলিত মেধা তালিকার ৩০০টি স্থানের মধ্যে ১৩৮টি স্থান দখল করেছে মেয়েরা। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে কোনো কোনো মেধা তালিকার স্থান পাওয়া ২০ জনই মেয়ে। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে প্রায় ১০ জন নিয়ে আলাদা করে একটি মেধা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকাতে প্রায় এই ঘটনাই ঘটেছে। এই মেধা তালিকায় ২০টি স্থানে মোট জায়গা পেয়েছে ২৫ জন (কোনো কোনো স্থানে একাধিক পরীক্ষার্থী সমান নম্বর পাওয়ায়)। এই ২৫ জনের মধ্যে ২০ জনই মেয়ে। তা সত্ত্বেও অন্য সব বিভাগের মতোই এদের জন্যও আলাদা মেয়েদের মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এবারও এরকম কয়েকটি উদাহরণ দেখা গেছে যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী মেয়েদের নিয়েই আবার আলাদা একটি মেয়েদের মেধা তালিকা করা হয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন এ জাতীয় পরীক্ষাগুলোতে মেয়েদের সাফল্যের হার কম ছিল। মেধা তালিকায়ও তাদের অবস্থান ছিল অনুজ্জ্বল। এ কারণে মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সাধারণ মেধার হিসাব বাদ দিয়ে কেবল মেয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ১০ জনের একটি আলাদা মেধা তালিকা প্রকাশ করা হতো। কিন্তু সময় পাল্টে গেছে। এখন আর মেয়েরা আগের অবস্থানে নেই। এমনকি মেয়েদের মেধা তালিকায় স্থান অর্জনকারী অনেক ছাত্রীও বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাৎকারে বলেছে, এখন আর মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা করার দরকার নেই। কেউ কেউ বরং এটাকে মেয়েদের জন্য অসম্মানজনকও মনে করেন।

এসব পরিস্থিতির কারণে মেয়েদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি বাদ দেওয়ার সময় এসেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো নিয়ম একবার চালু হলে তা বদলানো বেশ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। এক সময় যেমন মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল, এখন নারী–পুরুষ সাম্য স্থাপনের স্বার্থেই এটি বাদ দেওয়া দরকার। এখন থেকেই নানা দিক থেকে তাগাদা দেওয়া শুরু হলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে মেধা তালিকায় নারী–পুরুষ বৈষম্যটি আর থাকবে না।

❑ জ. ই. মামুন

এইচএসসি '৯১-এ [illegible] ছেলে ও মেয়েদের পাসের হার

বোর্ড	পরীক্ষার্থী		উত্তীর্ণ		পাসের হার	
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
ঢাকা	১০০৬৬২	৬৫৯১০	৫০৪০৮	৩৬৫৪৭	৫০.০৮	৫৫.৪৫
কুমিল্লা	৫৩৯৯২	৩৪২২১	২৩৮৯১	১৬২১১	৪৪.২৫	৪৭.৩৭
যশোর	৬১৯২৮	৩৫৯৩৯	২৫৩১৬	১৬৫০১	৪০.৮৮	৪৫.৯১
রাজশাহী	৯৬৫৮২	৫০৩৭২	৫৭৩৮৮	৩৩৫৬৫	৫৯.৪২	৬৬.৬৩
চট্টগ্রাম	২৬৭৩৩	১৭৯৫২	১৮১৭৬	১২৬২৪	৬৭.৯৯	৭০.৩২
মোট	৩৩৯৮৯৭	২০৪৩৯৪	১৭৫১৭৯	১১৫৪৪৮	৫১.৫৪	৫৬.৪৮